সূচিপত্র

ভূমিকা **১৯**

কবিতার কথা

কবিতার কথা ২২
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা ৩১
মাত্রাচেতনা ৩৮
উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য ৪২
কবিতা সম্পর্কে ৪৯
কবিতার আত্মা ও শরীর ৫২
কী হিসেবে শাশ্বত ৫৮
কবিতাপাঠ ৬৬
দেশ কাল ও কবিতা ৭২
সত্য বিশ্বাস ও কবিতা ৮০
রুচি বিচার ও অন্যান্য কথা ৮৯
কবিতা, তার আলোচনা ৯৫
আধুনিক কবিতা ১০৪
কবিতা : বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ ১১০
অসমাপ্ত আলোচনা ১১৪

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি

কবিতা ও *কঙ্কাবতী*	১১৯
রবীন্দ্রনাথ	১২৮
In for the Deluge?	১৩৩
Literature and Contributives	১৩৮
Bengali Poetry Today	১৪৭
The Bengali Novel Today	১৫২
The Novel in Bengal	১৬০
শরৎচন্দ্র	১৭২
The Future of the Novel	১৭৮
Few Masterpieces	১৮২
The Future of Bengali Language and Literature	১৮৭
Literary Criticism in Bengal	১৯৪
নজরুল'এর কবিতা	২০০
রবীন্দ্রনাথ	২০৩
কবিতা পাঠ : দু' জন কবি	২০৫
বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	২১৩
যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালি	২২৫
The Poet's Plight in Bengal Today	২৩১
কাব্যসাহিত্য, সত্যেন্দ্রনাথ	২৪০
প্রবন্ধের খসড়ার দু'টি পাতা	২৪৪

গ্রন্থ-আলোচনা, সমালোচনা, নিরীক্ষণ

নতুন কবিতা : *কঙ্কাবতী*	২৪৭
স্বপ্নকামনা	২৫৪
অঙ্গীকার	২৫৮
Gioconda Smile	২৫৯
The Journals of Andre Gide Vol. II	২৬৩
শীতে উপেক্ষিতা	২৬৭
Doctor Faustus	২৬৯
New Handling of Faustus Legend	২৭৩
Soviet Short Stories	২৭৭
The Three Voices of Poetry	২৮৬
শিলাহার	২৮৮
কালপুরুষ'এর উক্তি	২৯০

শিক্ষা প্রসঙ্গ

শিক্ষা সাহিত্য ইংরেজি	২৯৪
শিক্ষা দীক্ষা শিক্ষকতা	৩১০
শিক্ষার কথা	৩২১
শিক্ষা দীক্ষা	৩২৯
শিক্ষা ও ইংরেজি	৩৩৭

স্বজন, পরিজন, স্মৃতি

স্বর্গীয় কালীমোহন দাস'এর শ্রাদ্ধবাসরে ৩৪৭
রসরঞ্জন সেন : স্মৃতিতর্পণ ৩৫৩
আমার বাবা ৩৫৭
Landmarks in My Memory ৩৬১
আমার মা ৩৬৭
আমার মা বাবা ৩৭৩

নিজের লেখা প্রসঙ্গে

ঝরা পালক'এর ভূমিকা ৩৭৮
'ক্যাম্পে' কবিতা প্রসঙ্গে ৩৭৯
ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভূমিকা ৩৮১
কেন লিখি ৩৮২
মহাপৃথিবী'র ভূমিকা ৩৮৬
(তাঁর) কবিতা নিয়ে কোনও
সমালোচকের মন্তব্যের সূত্রে ৩৮৭
লেখার কথা ৩৯০
আমার জীবন ও কবিতা ৩৯৫
জীবনানন্দ দাশ'এর *শ্রেষ্ঠ কবিতা*'র ভূমিকা ৩৯৮

বিবিধ

আলোকপাত	৪০১
পৃথিবী ও সময়	৪০৫
অর্থনৈতিক দিক	৪০৮
চিন্তা-দুশ্চিন্তা	৪১১
অসকার ওয়াইল্ড	৪১৩
Terrorist Revolution in Bengal	৪১৫
This City	৪২৫
The English Language	৪৩০
English In India : An Aspect	৪৩৫
Atomic Energy and Nations	৪৪০
একটুখানি	৪৪৬

কবিতার কথা

সকলেই কবি নয়। কেউ-কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক জগতের নব-নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে, তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ-কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। সে-কথা যদি স্বীকার করি তাহলে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হিরে'র ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম। হয়তো সেই হিরে'র ছুরি পরিদেশের, কিংবা হয়তো সৃষ্টির রক্ত চলাচলের মতোই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-নমুনার নতুন-নতুন আবর্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য গিঁটকে—আমি যত দূর ধারণা করতে পারছি—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে এ-সম্বন্ধে আমি কী বিশ্বাস করি—কিংবা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করবার মতো কোনও সুস্থিরতা খুঁজে পেয়েছি কি-না—এ-প্রবন্ধে সে-সম্বন্ধে কোনও কথা বলব না আমি আর। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে, তাঁদের এ-দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক-এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্ব'লে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে-ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে-সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে-সব মুহূর্তে

কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সব-চেয়ে আগে এবং সব-চেয়ে বেশি ক'রে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনও আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা-খচিত—অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে-সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা, তাহলে কবিতা সৃষ্ট হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্য রকম, কোনও প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত ক'রে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে-সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে, তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না ক'রে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মতো;—সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হলে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্যে কেন পতঞ্জলি'র কাছে যাব না, বেদান্ত'র কাছে যাব না, ষড়্‌দর্শন'এর কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবি'র কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু'র কাছে যাব না কেন, রবীন্দ্রনাথ'এর কাব্যের কাছে না গিয়ে; দার্শনিক বার্গসঁ'র কাছে যাওয়া উচিত, ইংলন্ড'এর বা রুশিয়া'র অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী ও কর্মীদের কাছে যাওয়া উচিত—ইয়েট্‌স'এর কাব্যের কাছে, এমন-কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্যপ্রচেষ্টার কাছেও নয়।

এখন আমি আর-একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি ক'রেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয়—আমার কাছে অন্তত সত্য ব'লে মনে হয় : কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্ধনারীশ্বরের মতো একাত্ম হয়ে থাকে না; ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্যের মতো নয়; তাদের সৌন্দর্যকে সার্থক করে কিন্তু

কী হিসেবে শাশ্বত

আমাদের ধারণা যে, সাহিত্যে কোনও-কোনও লেখা অমর ও অবিস্মরণীয়। যেমন, *মহাভারত* হোমর শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি। *মহাভারত* ক' হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল বলতে পারি না, তবে গ্রন্থটি ঢের পুরোনো বটে, হোমর'ও পুরোনো। *মহাভারত* সাহিত্যে আজও বেঁচে আছে, হোমর'ও। কিন্তু কী রকম ভাবে বেঁচে আছে স্থির করে দেখতে গেলে বুঝতে পারব *মহাভারত*'এর ভিতরকার নানা রকম নিহিত জ্ঞান ঠিক *মহাভারত* বইটির মূল সংস্কৃত বা বাংলা অনুবাদের ভিতর থেকে আমরা আহরণ—আয়ত্ত করেছি কি-না বলা কঠিন। খুব সম্ভব তা করি নি। *মহাভারত* পড়তে গেলে টের পাচ্ছি অন্যত্র আহৃত জ্ঞান ও সত্য *মহাভারত*'এর পাতায় সমর্থন লাভ করছে বা খণ্ডিত হচ্ছে। এ-সব জ্ঞান আমরা ঢের আধুনিকতর নানা কালের দেশি-বিদেশি বইয়ের থেকে কিংবা বইয়ের বাইরে আমাদের আজকের অভিজ্ঞতার মানুষী-পৃথিবী থেকে আত্মস্থ করেছি—সরাসরি *মহাভারত* থেকে নয়। আজ থেকে গত চার-পাঁচ-শো বছরের ইউরোপীয় চিন্তা ও ভাব-বলয়ের কাছে আমরা কম ঋণী নই; আমাদের দেশের মধ্যযুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ঢের দেশজ চিন্তা স্বপ্ন সংকল্প আমাদের অভিভূত না করলেও, সচেতন ক'রে রাখছে; চেতনার দোর দিয়ে নির্মনে—অন্তঃশীল মনে—প্রবেশ ক'রে কী রকম ভিড় পাকাচ্ছে ঠিক বলতে পারছি না। আমাদের চেতনা ভাবনা শিল্পসত্য সাহিত্যরসিকতা এই সব গ্রন্থ সময়ের ও এখনকার নরনারীর সংস্পর্শের থেকে উৎসারিত। আজকের *মহাভারত*'ই কয়েক হাজার বছর আগের *মহাভারত*'এর ভিতর পরিষ্কার চোখ কান নিয়ে অন্তঃপ্রবেশ করবার সুযোগ দিচ্ছে আমাদের। আমাদের স্ত্রী পুরুষ অন্ধকার দুর্ঘটনা আশা সংকল্প দিয়ে যে-*মহাভারত* সৃষ্টি হচ্ছে, পুরোনো *মহাভারত*'এর বৈরাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সে যাচাই ক'রে নিচ্ছে। এই সব *উত্তরমহাভারত*—যেমন শেক্সপীয়র-পরবর্তী ইংরেজি কাব্যলোক, রুশ উপন্যাস সঞ্চয়ন, ঊনিশ ও বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যপরিমণ্ডল, গত দুই ও চলতি শতকের পশ্চিম ইউরোপ'এর কথাসরিৎসাগর—এই সব 'মহাভারত'